বিভক্তির সাতকাহন - ২৬

ভজন সরকার

সে বার ভরা বর্ষায় থৈ থৈ জল মাড়িয়ে বিরাট বিরাট তিনটে নৌকো করে বাবা টিনের দু'তলা ঘর কিনে আনলেন । সদ্য স্বাধীন দেশে নিজের কোরে ঘর -সংসার বাধার সে কী আনন্দ ? বাবার সে অবারিত আনন্দ তখন না বুঝলেও এখন বুঝি, যখন নিজেই প্রবাসে সংসারের পেছনে গলদ ঘর্ম হয়ে ভবিষ্যতের জন্য দুটো খড়-কুঁটো কুড়াতে ব্যস্ত । তিন নৌকার সে বিরাট বহর গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে চলেছে । অবাক বিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে । সব গুলো নৌকা বুঝাই টিনের চালা ও দেয়াল, কাঠের ছাদের তক্তা, ভারী ভারী কারুকাজ করা দরজা-জানালা , আর কাঠের আসবাবপত্র । ভরা ভাঁদরের টলমলে উঠোন উপচানো জলে ঢেউ কেঁটে ছুটে চলেছে আমাদের নৌকোগুলো ।

কেউ কেউ বাড়ির ভেতর থেকেই চিৎকার করে জিগ্যেস করছে কোথা থেকে কেনা হয়েছে এ সব ?
নৌকো থেকে উত্তর আসছে ''দৌলতপুরে বসাক বাড়ি ''।
'' বসাকরা কী দেশ ছাড়ছে ?''
সতর্ক শেখানো উত্তর ,'' জানি নে , বাবুরা বোধ হয় ঢাকাবাসী হবে '' ।

এক ফাঁকে বাবাকে আমিও জিগ্যেস করে জেনেছি, ঠিকই বসাকরা দেশ ছেড়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হবে যে কোন দিন । জমি জেরাত প্রায় সবই বিক্রি-বাট্টা হয়ে গেছে গোপনে । এখন দৃশ্যমান সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে । কিন্তু ক্রেতার কাছে শর্ত ভারত যাবার কথাটা গোপন রাখতে হবে । আর স্বধর্মের মানুষের কাছে বিক্রি করে দাম ও গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তা পেয়ে তারাও মহানিশ্চিন্ত।

জীবনে সেই প্রথম বার দেখলাম দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হওয়া মানুষকে । কিন্ত কেনো? আমরাও কী যাবো একদিন ? আমরা তা হলে ভারত যাচ্ছি কবে? সাত বছরের বালকের সে কৌতুহল-মিশ্রিত প্রশ্নে বিরক্ত বাবার উত্তর ,''যে কোন দিন ''। তা হলে এত বড় ঘর কেনা হচ্ছে কেনো ? বাবা নিরুত্তর !

বসাকদের দু'তলা টিনের চালা ঘর আমাদের বাড়িতে প্রায় মাস দুয়েকের ভেতর উঠে গেলো আরও কারু কাজের বাহারে । এ দু'মাস সে কী আনন্দ । সারা দিন রাত মিস্ত্রি-জোগালিদের কলকণ্ঠ । আমাদের গ্রাম ছাড়িয়ে আশ-পাশের গ্রাম থেকেও মানুষের আনাগোনা প্রায় সারাক্ষন লেগেই থাকতো । বাবা-মা দু'জনেই ব্যস্ত নিজেদের চাকুরি নিয়ে । আমি তখন জ্যাঠাদের সাথে লেগে থাকি সারাক্ষন । এত মানুষের আনাগোনায় কখন দিন শেষে রাত হয় বুঝি না ।

রাতে বাবার সে চিরাচরিত আড্ডা । সামনে পূজো । নাটকের রিহার্সেল । সারা দিনের কাজের হিসেব । সে এক বিরাট কর্ম যজ্ঞ । স্বাধীন দেশে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন । বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রাপ্ত অপরিসর বাড়িতে চুল-চেঁরা হিসেব প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগানোর । জমি থেকে প্রায় আকাশ-উঁচু বাড়ির ভিটে । বছরের প্রায় পাঁচ মাসই অথই জল চারদিকের মাঠে । তার পাশ দিয়ে লম্বা এক সারি গ্রাম । বর্ষায় জল বাড়ে, মাঠে আমন ধানের ডগা বেড়ে ওঠে সাথে সাথে । এক বিকেলে জল বেড়ে ডুবিয়ে দেয় তো পর দিন সকালেই জেগে ওঠে সবুজ ধানের ডগা । তার মাঝেই সারি সারি গ্রাম ভেসে থাকে যেনো অথই জলের পাহাড়ে । এক একটি বসত বাড়ি তাই যেনো মানুষের চোখের মনি। পরিশ্রমে- মমতায় গড়ে তোলা ভিটে মাটি ছেড়ে আজ কেনো , কখনোই নয় এক চুল নড়া। দেশ ছাড়ার কথা কী বাবা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তখন ?

কালের আবর্তে বাবা আবার নতুন করে বাড়ি করলেন গ্রাম ছাড়িয়ে আরও একটু অগ্রসর থানা সদরে । যুক্তি, ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার সুবিধে । আর গ্রাম থেকে কতই আর দূরত্ব! তাছাড়া গ্রামের সব কিছুই তো ঠিক থাকবে । বাবা আবার নতুন করে ঘর তোলেন । আবার স্বপ্ন দেখেন । আবার চুল-চেঁরা হিসেব মফস্বল শহরের প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগানোর । এবার আর কোনো উল্লাস নেই । নেই মানুষের আনাগোনা । এক অপরিচিত যান্ত্রিকতা বাবার উৎসাহকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলে । নিজেই নিজের মনে বিড় বিড় করেন - আর কোথাও না, এটাই শেষ ।

আমি তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের দিকে যাত্রা করেছি । বাবার সে আক্ষেপ আমাকে বিদ্ধ করে । নাড়ি ছেঁড়ার সে প্রথম প্রহরের কান্না আমি স্পষ্ট শুনতে পাই বাবার প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে । বাবা হয়তো সেদিন বুঝেছিলেন আর ফেরা হবে না কখনোই তার প্রিয় গ্রামের নির্জনতায় । এই আপাত ব্যবধান ক্রমশঃ বড় হতে হতে একদিন তাকে ছিটকে দেবে নিজের জীবন বাজি রেখে পাওয়া মাতৃভূমি থেকেও ।

(চলবে)

।। জানুয়ারী- ২০০৭, কানাডা ।। sarkerbk@gmail.com